

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১০: উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রশ্ন ১ একটি সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান বাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থ ব্যবহার, মূলধন গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেকার ও খাদ্য সমস্যার সমাধান, সুষম উন্নয়ন, লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূরীকরণ, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে। ফলে দেশটির দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্য বেশ সফলতা পায়। /জ. বো., দি. বো., পি. বো., ব. বো. ৩৪। গ্রন্থ নং ১০; স্কলারসহেম, সিলেট। গ্রন্থ নং ১১।

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
- খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় কেন? ২
- গ. উন্নীপকের দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্রকে' অর্থনীতির ভাষায় কী বলে? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উন্নীপকের দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্র' দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপরিক্ষে অতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুস্থ ও দ্রুত ব্যবহার নিশ্চিত করে যে নির্ধারিত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি নেওয়া হয়, তাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন কিছু লক্ষ্য আছে, যেগুলো স্বল্প সময়ে অর্জন করা যায় না। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনার মেয়াদ ১৫ বছরের বেশি হয়ে থাকে। প্রকৃতপূর্বে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্বল্প বা মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

গ উন্নীপকে উল্লিখিত দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্রকে' অর্থনীতির ভাষায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

কোনো দেশের প্রাপ্ত সম্পদের স্বারূ অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুচিহ্নিত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচিই হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। বর্তমানে গগতান্ত্রিক বিষ্ণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মূলত, একটি দেশের উন্নয়ন নির্দেশক নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডান্টন বলেন— 'ব্যাপক অর্থে সৈকতিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার নিমিত্তে সীমিত সম্পদ ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।'

উন্নীপকে লক্ষ করা যায়, সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থ ব্যবহার, মূলধন গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্য পূরণে একটি ব্যবস্থাপত্র তথা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে, দেশটির গৃহীত ব্যবস্থাপত্রটি হলো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

ঘ উন্নীপকের দেশটির গৃহীত 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ জনগণ দারিদ্র্য হওয়ায় জাতীয় আয় ও মাধ্যাপিছু আয় কম হয়, ফলে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র সুস্থ অর্থনৈতিক প্রিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব।

উন্নীপকে লক্ষ করা যায়, সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ তার দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা অর্জন করে।

আবার, দেশটির আয় বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সহজেই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ হতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যাঙ্ক দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মহিলাদের আস্তর্কর্মসংস্থানের জন্য কুস্ত ঝণ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে। কাজেই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশটির গৃহীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সফল হয়েছে।

প্রশ্ন ২ বর্তমান বিষ্ণের প্রায় সকল দেশ বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। 'A' দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন, দ্রুত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন, অতীতে গৃহীত পরিকল্পনার মূল্যায়ন ও অনিচ্ছয়তা হ্রাসের প্রক্রিয়া নির্ধারণ, বৈদেশিক সাহায্যের সুস্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৫-২০১৭ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'B' দেশ সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫,০০০ মেগাওয়াট নিশ্চিতকরণ, সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণসহ নানাবিধ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিষ্কত করার জন্য ২০১৫-২০১৭ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। /জ. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮। গ্রন্থ নং ১১; জ্যোগত আবন্দন মন্দির কলেজ, কুমিল্লা। গ্রন্থ নং ১২।

- ক. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
- খ. 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'A' দেশের পরিকল্পনাটি কোন ধরনের? তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি আর্থিক বছরের (জুলাই-জুন) মেয়াদ বাস্তবায়নের লক্ষ্য যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়, তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

ঘ সীমিত সম্পদের সুস্থ ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, মূদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। এসব সমস্যার আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন পরিকল্পনা।

গ উন্নীপকের 'A' দেশের পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। নিচে এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হলো—

স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন।

ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য: ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন;
২. মেয়াদভিত্তিক বা নির্দিষ্ট সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনিচ্ছিতা হ্রাস;
৪. উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. অর্থনৈতিক প্রবৃন্দির পথ তুরাবিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ;
৬. পরবর্তী পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন।

সুতরাং উদ্দীপকের 'A' দেশের পরিকল্পনাটি ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্গত যার মধ্যে উপরিলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই কিন্তু উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

উদ্দীপকের 'A' দেশের গৃহীত পরিকল্পনাটি ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্গত। কারণ 'A' দেশটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দ্রুত প্রবৃন্দি অর্জন, বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস, অতীতে গৃহীত পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও অনিচ্ছিতা হ্রাসের জন্য ২০১৫-২০১৭ বা দুই বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে, 'B' দেশটি সময় মেয়াদের ভিত্তিতে ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কিন্তু এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ভিন্ন। 'B' দেশটির সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫,০০০ মেগাওয়াট নিশ্চিতকরণ, সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে পরিষ্কত করার জন্য ২০১৫-২০১৭ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পরিকল্পনার মেয়াদের ভিত্তিতে দুই দেশের পরিকল্পনাটি ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনার পর্যায়ভুক্ত হলেও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন— 'B' দেশটি ব্রহ্মেয়াদে যে পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করেছে তা উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। কারণ বিভিন্ন দেশ দীর্ঘমেয়াদে দেশের সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, আয় বৈষম্য দূরীকরণ এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেমন— বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিষ্কত হওয়ার জন্য ২০১০-২০১১ সালে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য না থাকলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ দুই পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রাঞ্চি **ব** বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১'-এর সুনির্দিষ্ট ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। এ পরিকল্পনার অধীনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ায় সম্প্রতি সরকার সর্বশেষ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার মনে করে এসব পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরাও আশা করেছেন, এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্প সমূহ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কী? ১

খ. 'ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভীত রচনা করে।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মেয়াদকাল উল্লেখ করো। ৩

ঘ. বিশেষজ্ঞদের আশাবাদের আলোকে বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদে (যেমন- ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে) সুনির্দিষ্ট কর্তৃকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা; আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে একে একাধিক ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। তাই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্য এর অন্তর্গত ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। এজন্যই বলা হয় 'ব্রহ্মেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভীত রচনা করে'।

গ উদ্দীপকে রূপকল্প বা ভিশন ২০২১-এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার ২০১০-২০২১ সময় মেয়াদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি তথা একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ এক সাথে শুরু ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব নয় বিধায় সরকার একে দুটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে।

বর্তমান সরকার-২০২১ সাল (স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ত্ব) নাগাদ যে দ্রুত বিকাশশীল, সুবী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা করেছে তাই হলো 'রূপকল্প-২০২১'-এর ২২টি আশাদীপুর লক্ষ্যমাত্রা। এ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রবৃন্দির হার ১০ শতাংশে উন্নীতকরণ, দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ইত্যাদি। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সরকার ২০১০-২০২১ সময়ের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য একে দুটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে। এর মধ্যে একটি হলো ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা; অপরটি হলো সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা। ১ জুলাই ২০১০ সাল থেকে ৩০ জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত হলো ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সময় মেয়াদ। ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এর প্রেক্ষাপটে সরকার সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল হলো: ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত।

ঘ বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প-২০২১ এর সুনির্দিষ্ট ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রাক্তিক ও মানবসম্পদ থাকলেও তার সুস্থ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যথেষ্ট সময় নিয়ে এবং উপযুক্ত নীতি ও কৌশল অবলম্বনের দ্বারা সকল সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব। বাংলাদেশ বাসস্থানের তুলনায় জনসংখ্যা অতিরিক্ত ও জন্মহার বেশি। প্রাপ্ত সম্পদের সাথে তা দারুণভাবে অসংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যা উন্নয়নের গতিরোধ করছে। এ অবস্থায় জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী নানামূল্যী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো কৃষি ও শিল্প। বর্তমানে কৃষিতে আধুনিকীকরণের ছোয়া লাগলেও তা এখনো ব্যাপক হয়নি; অন্যদিকে, দেশে ভারী শিল্পের অভাবে শিল্পোন্নয়নের গতি মন্থর। এ অবস্থায় এ দুটি খাতের ধারাবাহিক ও দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশে বেকার সমস্যাও আয় বৈষম্যও প্রকট। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বেশ নিচু। এ প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলো বেকারত্ব কমবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, আয় বৈষম্য কমবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। কিন্তু এ বিরাট ও ব্যয়বহুল কাজ সুচিপ্রিত পরিকল্পনা ছাড়া করা সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বিশেষজ্ঞদের আশাবাদের আলোকে বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ 'Y' একটি উন্নয়নশীল দেশ। গত বছর নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং অপর একটি পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৬) গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান, সকল শিশুর স্কুল গমন নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সকল পরিবারের কম্পক্ষে একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ପ୍ରକାଶନ ନଂ ୧୧

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. 'লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ কী ধরনের?
ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্ধীপকে সরকারের গৃহীত পদক্ষপসমূহ
দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ
করো। ৪

୪୯୯ ପ୍ରଶ୍ନାର ଉତ୍ତର

- ক** একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

- ৪** উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোতে অধিক আমদানি ব্যয়ের কারণে লেনদেনের ভারসাম্যে সবসময় প্রতিকূলতা বিরাজ করে। এক্ষেত্রে আমদানি ছাসের জন্য আমদানি-বিকল্প শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ আবশ্যিক। তাছাড়া রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন প্রয়োজন। উভয়ক্ষেত্রে সুচিন্তিত, বাস্তবসম্ভাব ও কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা আবশ্যিক। কারণ, কেবল পরিকল্পিত উপায়েই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করা সম্ভব।

- গ 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাগুলো দু'ধরনের, যথা—
মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। নিচে
পরিকল্পনাগুলোর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা কার্যকর করতে কয়েক বছর সময় লাগে। যখন সুনির্দিষ্ট কতকগুলো আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য কয়েক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তখন ওই ধরনের পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। উদ্দীপকে উন্নিখিত (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনাটি একটি মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা।

২. দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রকল্প থাকে যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন। তাই দীর্ঘকালীন প্রেক্ষাপটে কিছু অর্থনৈতিক সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও বলা হয়। উদ্দীপকে ২০১৬-২০৩৬ বছরমেয়াদি পরিকল্পনা হলো একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। একটি দেশে প্ররপর কয়েকটি মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনার ব্যাপ্তি ১০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

- ୪** ଉଦ୍‌ଦୀପକେ ‘ୟ’ ଦେଶେର ସରକାର ଏକୁଟି ମଧ୍ୟମ ଓ ଏକଟି ଦୀର୍ଘମେଯାଦି ପରିକଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରେଛେ । ପରିକଳ୍ପନାଗୁଲୋର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟସମୂହ ବାନ୍ଧବାୟନେର ଜନ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ । ଗୃହୀତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଲୋ ଓଇ ଦେଶେ ବିଦ୍ୟମାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିମୋଚନେ କତଟା ସହାୟକ ହବେ ତା ନିଚେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରା ହଲୋ:

কোনো দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম উপায় হলো উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টি। মানবসম্পদ উন্নত ও দক্ষ হয়ে উঠলে তারা বিভিন্ন উপায়ে সহজেই তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। এ রুক্ম ধারণার প্রেক্ষিতে 'Y' দেশের সরকার পরিকল্পনাগুলোর মেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সৃষ্টি উপায়ে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। তাই দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। তাছাড়া এ শিক্ষা ও তার ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সকল ইউনিয়ন বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করছে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, ‘Y’ দেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য মোচনে গৱৰ্তপূর্ণ ভঙ্গিকা রাখবে।

- প্রশ্ন ▶ ৫** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা আবশ্যিক। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতুর মতো বিশাল প্রকল্পের বাস্তবায়ন এগিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত মূলধন, সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞের অভাব বিদ্যমান। (দি. বো. ১৭। গ্রন্থ নং ১১)

 - ক. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কী? ১
 - খ. উন্নয়ন পরিকল্পনা কীভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে? ২
 - গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সমস্যাবলি আলোচনা করো। ৩
 - ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଉତ୍ସବ

- ক** সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা
হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

- ৬** সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করে বৈদেশিক সাহায্যার ওপর নির্ভরতা হাস করা যায়।

- উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রায়শই বৈদেশিক সাহায্যের ধৰন অনেক সময় দেশের জন্য অতি মাত্রার বোৰা সৃষ্টি করে। তাই প্রয়োজন হয় সুচিত্তিত ও সুপরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনা। যা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নিজস্ব তথা অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

- গ** পর্যাপ্ত মূলধন, সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞের অভাবের কারণে মূলত উদ্বীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো:

- পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে গৃহীত প্রকল্পগুলোর ব্যয়ভার নিজস্ব অর্থায়ন দ্বারা করা সম্ভব হয় না। ফলে বাংলাদেশ সরকারকে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে।
 - যেসাথের সামগ্রীর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছেই ক্ষমা। যদের প্র্যাপ্ত পরিমাণ

- অদেশের মানুষের সম্মতি বৃদ্ধ করা। ফলে পর্যাপ্ত পারমাণবিক মূলধন গঠন হচ্ছে না যা বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করছে। বিনিয়োগ করা হলে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়।
 - কারিগরি শিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবে দেশের মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তর করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তুবায়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি খবই জারি।

৪. সুস্থি ও বাস্তবধূমী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় বিদেশে মেধা পাচার তথ্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের চলে যাচ্ছে। যা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হুমকিস্বৃপ্তি।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে উপরের সমস্যাগুলো পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এ সকল সমস্যার কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও দুটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্ভুল পরিসংখ্যানের অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সমস্যা বিরাজমান থাকায় প্রকল্পসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে নানাবিধি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা সমাধান করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে:

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যাতে কাঞ্চিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত করা যায়।

২. সরকারের উচিত টেকসই ও বাস্তবমূল্য প্রকল্প গ্রহণ করা। এতে দেশের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সুনির্ণিত হবে এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৩. সরকারকে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। ফলে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৪. শক্তিশালী আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতি গ্রহণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যেতে পারে।

৫. উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে।

৬. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বার্থে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে এবং পাশাপাশি প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করতে হবে।

৭. দেশের বিলাসবহুল খাতসমূহ সংরুচিত করে জরুরি খাতসমূহেতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

৮. উপর্যুক্ত ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে নির্ভুল ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে উত্তৃত সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে উপরের পদক্ষেপগুলো কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এসব পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। সরকার এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৬ বর্তমান সরকার উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, যাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল প্রোত্তোতে সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, দক্ষতা অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ক্ষেত্রে ১৭/গ্রন্থ নং ৮/

ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল কোনটি? ১

খ. - স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটির উন্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে? যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল হলো ২০১১-২০১৫ সাল।

খ স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উন্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায়। রাষ্ট্রীয় সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সূচি, যাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকের পরিকল্পনাটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উন্দেশ্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প, মেয়াদকাল ২০১১-২০১৫ সাল। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উন্দেশ্য। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উন্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল প্রোত্তোতে সম্পৃক্ত করা তথ্য নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উন্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উন্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা, আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উন্দেশ্য।

উদ্দীপকের প্রকল্পটিতে বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরের উন্দেশ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা 'রূপকল্প ২০২১' কে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই উন্নত উন্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে।

ঝ হ্যাঁ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে বেগবান রাখতে এবং দ্রুতম সময়ে কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে পরিকল্পিত উপায় এবং সুস্থিতাবে সম্পদের ব্যবহারের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা অপরিহার্য। বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে সর্বাধিক সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ধরনের প্রকল্প দ্বারা সুনির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উন্দেশ্য সাধনের পথে এগোনো যায়। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা কতিপয় উন্দেশ্য অর্জনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। যেমন— উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, যাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল প্রোত্তোতে সম্পৃক্ত করা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, দক্ষতা অর্জন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য তথ্য ও প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদি। এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পটি অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিকে অনেক শক্তিশালী করবে। যাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। ফলে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে ও বাণিজ্য শর্ত উন্নত হবে। উন্নয়নমূলক কাজে নারী সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে নারীরাও অর্থনৈতিকে সমান অবদান রাখবে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের বিপুল জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা যাবে। তাছাড়া তথ্য ও প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়

প্রশ্ন ৭ বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়ের দেশ। বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার একটি পরিকল্পনায় দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ১৫% এ নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। দক্ষ শ্রমিকের হার ৫০% এ উন্নীত করার চেষ্টা করছে। শিল্পাতে কর্মসংস্থান প্রায় ২৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার নতুন নতুন প্রযুক্তির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ শক্তিশালীকরণ ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছে।

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী?

খ. সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি অন্যতম সমস্যা— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উন্নিখিত পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কতটুকু কার্যকর? যুক্তি দাও।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব-নির্ধারিত কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ কোনো দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের জন্য সঠিক তথ্য ও উপাত্ত একান্ত প্রয়োজন। কারণ প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নির্ভুল না হলে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত হয় না এবং তা সম্ভ্যব্যক্ত হয়।

বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনের পরিমাণ, জনসংখ্যা, শ্রমশক্তি, বেকারত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য উপাত্ত প্রায়ই পাওয়া যায় না। এ জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। যা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা [এমজিডি] (মিলেনিয়াম গোলস ডেভেলপমেন্ট)। অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১ প্রণীত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ২০১১-১৫ মেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বলে পরিচিত।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো— একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন; পরিবেশবান্ধব ও অনুকূল শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ইত্যাদি। এসব ছাড়াও টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি হলো এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সাতটি প্রধান ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো— উৎপাদন, আয় সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও প্রয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশলও রয়েছে; এগুলো হলো— উচ্চ প্রযুক্তি অর্জন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আঞ্চলিক সুব্রহ্ম উন্নয়ন, আয় বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের আলোকে তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হলো—

১. নতুন নতুন প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান: ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার অন্তর্গত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো

হবে। সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সকল জেলায় ই-গভর্নেন্স চালু, সমগ্র দেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রবর্তন ইত্যাদিও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করে তুলবে।

২. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলো হলো: উপকূল এলাকাসহ দেশের সর্বত্র বনভূমি আচ্ছাদন বৃদ্ধি, দৃষ্টগম্ভুক্ত বায়ু নিশ্চিতকরণ, নদীর পানিতে শিল্পবর্জ্য মিশ্রণ প্রতিরোধ, খাল ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধ পানিপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

৩. লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ: পরিকল্পনায় সমগ্র উৎপাদন কর্মকাণ্ডে পুরুষের সাথে নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো: মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরে পুরুষ-নারী অনুপাত বর্তমান ১০০:৩২ থেকে ১০০:৬০ এ উন্নীতকরণ, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স কাঠামোয় শিক্ষিত পুরুষ নারী অনুপাত বর্তমানের ১০০:৮৫ থেকে ১০০:১০০ তে উন্নীত করা। এর ফলে দেশে সমগ্র মানবসম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৪. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) শক্তিশালীকরণ: পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য পিপিপি শক্তিশালীকরণের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। এর ফলে দেশের বড় বড় ও ব্যবহৃত উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ মালিকানা, উদ্যোগ ও পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উন্নিখিত ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট কার্যকর।

প্রশ্ন ৮ সাকিব চীনে একটি মেডিকেল কলেজে পড়ে। সেখানে 'X' দেশের বন্ধু টনি এর সাথে আলাপকালে টনি জানায় যে, তাদের দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। রয়েছে বন ও সমুদ্র। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয় হচ্ছে। তাই তারা অনুন্নত।

ক. বাংলাদেশের ছি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত ছিল? ১

খ. 'সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে টনি এর দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত টনির দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের ছি-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১লা জুলাই ১৯৭৮ থেকে ৩০শে জুন ১৯৮০ সাল।

খ দেশের সকল প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমেই অর্থনীতির সকল খাতকে একত্রিত করে উন্নয়ন গতিশীল করা যায়। একমাত্র পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা নিয়োগস্তর বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূর করা যায়। দেশের মানবসম্পদকে পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ ও উন্নয়নের জন্য কর্মোপযোগী করে তোলা যায়। সুতরাং বলা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নের সহায়ক।

ঘ উদ্দীপকের টনির দেশ নাম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিক মতো চিহ্নিত, উত্তোলিত, ব্যবহৃত হয়নি; যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়ও ঘটেছে। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য টনির দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে জাতীয় উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারাহিত করে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর যথাযথ ব্যবহার। টনির দেশে এরকম পরিকল্পনার অভাবে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারাহিত হয়নি।

মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণের উপযোগী মূব্যসমূহের উৎপাদন অনেকটাই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি ও তার উপর্যুক্ত ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি হলে মূব্যসামগ্রীর পরিমাণও বেশি হয়। তবে একথা তখনই সত্য হয় যখন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদগুলোর কাঞ্চিত ব্যবহার ঘটে। টনির দেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে সম্পদ বেশি থাকা সত্ত্বেও মূব্যসামগ্রীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদে ডরপুর টনির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা আবশ্যিক।

ঘ টনির দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তার সম্বৰ্হার না ঘটায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। তাই টনির দেশকে উন্নত করতে হলে দরকার সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা। নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো—

১. টনির দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার সুষ্ঠু ও কাম্য ব্যবহার হয়নি। এ অবস্থার সুচিহ্নিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সব প্রাকৃতিক সম্পদের জরিপ, উত্তোলন ও যথাযথ ব্যবহার সম্ভব।
২. টনির দেশের অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো— কৃষি ও শিল্প। এ দুটি খাতের দ্রুত উন্নয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।
৩. টনির দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা ঘেরন— দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বেকারত্ব, ছিনতাই, সন্দ্রাস ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়।
৪. উন্ত দেশে বেকার সমস্যা প্রকট; জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বেকার। এরূপ পরিস্থিতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলে দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে ও বেকারত্ব কমবে।
৫. দেশকে উন্নত করতে হলে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন পড়ে। টনির দেশে লোক অনেক; কিন্তু উপর্যুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে তারা অদক্ষই থেকে গেছে। দেশের মানুষের জন্য উপর্যুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয়। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা।

সুতরাং বলা যায়, সুষ্ঠু ও সুচিহ্নিত পরিকল্পনার মাধ্যমে টনির দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব।

প্রব>৯ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'ক' দেশের কৃতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দেশের সম্পদ উপর্যুক্ত ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'ক' দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা। উন্ত পরিকল্পনা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানে ৩১.৫% থেকে ১৫% এ নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ এনরোলমেন্ট নিশ্চিত করা, ICT এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজড করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। /১ বো ১৭/ এন্ড নং ১১; ইস্পাহানি প্রাদলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মুক্তায়া /এন্ড নং ১০/

- ক. পরিকল্পনা কী?
- খ. 'সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ১
- গ. 'ক' দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- ঘ. ২০১০-২০২১ মেয়াদি পরিকল্পনার উন্নিখিত লক্ষ্যগুলো আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কৃতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলে।

ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের স্কল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এর ফলে দেশে উন্নয়ন সুষ্ঠু হয়। অবশ্য এর জন্য সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যিক।

ব্যাপকভিত্তিতে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপরিকল্পিত সুচিহ্নিত ও বাস্তবসম্ভাব চিন্তা-ভাবনা দরকার যা কেবল একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

গ উন্নীপকে উন্নিখিত 'ক' দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের নির্মোক্ত কারণসমূহ রয়েছে।

উন্নীপকের 'ক' দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশটি কৃতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যগুলো বিকল্পভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির সাহায্যে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে চিন্তা-ভাবনা, সম্পদ সমাবেশ ও সময় প্রয়োজন। এ কাজ একমাত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই বলা যায়, কেবল বাস্তবসম্ভাব ও সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, কৌশল ও অভিজ্ঞতা সর্বোক্তম উপায় কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তা নির্ধারণের সার্বোক্তম উপায় হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যগুলো একসঙ্গে অর্জন করা সম্ভব নয়; কারণ লক্ষ্যগুলোর কোনোটি কম, কোনোটি বেশি আবার কোনোটি দীর্ঘসময় নিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে দেশটিকে স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

'ক' দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যার সম্বৰ্হার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সম্পদগুলোর অনুসন্ধান, শনাক্তকরণ উত্তোলন ও ব্যবহার এক ব্যবহুল, সময়-সাপেক্ষ ও জটিল ব্যাপার। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত সময় এবং উপর্যুক্ত নীতি ও কৌশল দ্বারা সম্পদগুলোর কাম্য ব্যবহার সম্ভব।

ঘ উন্নীপকটি পড়ে জানা যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ পরিকল্পনাটি হলো ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঘট্ট ও সন্তুষ্ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হবে এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের উচ্চহার হ্রাসের জন্য সরকার অনেক আগে থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র; বয়স্ক দুস্থ মহিলা, অসচল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা প্রদান; কাজের বিনিয়য়ে খাদ্য কর্মসূচি, গৃহায়ন তহবিল গঠন, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা; একটি বাড়ি একটি খামার প্রভৃতি। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের এসব কর্মসূচি সফল হলে দেশে দারিদ্র্যের হার কমবে এবং জনসাধারণের আয় বাড়বে।

দেশকে দ্রুত উন্নত করতে হলে এর মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো: প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতকরা শতভাগ এনরোলমেন্ট; সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণির সমাপ্তি পরীক্ষা; বছরের শুরুতে বিনামূল্যে বই বিতরণ; প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি; সুবিধাৰ্থিত স্কুল-বহিৰ্ভূত ঝারে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা ইত্যাদি। এসবের ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত শ্রমিকের যোগান বাড়লে উৎপাদন ও আয় বাড়বে।

আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু উপায়ে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। সরকার তাই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শেখার জন্য স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষাক্রম চালু করেছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

তাছাড়া আইসিটি শিক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করছে। এ সবই ভবিষ্যতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হার হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

সুতরাং বলা যায় প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হলে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব কামাল অর্থনৈতির ক্লাসে বললেন, দেশে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নানাবিধ উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তবে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ওপর। /সি. বি. ১৭/ গ্রন্থ নং ১১/

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
- খ. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ এক থেকে পাঁচ আর্থিক বছরের মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়, তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে।

সরকার প্রতি পাঁচ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঘোষণা করে থাকে তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করে রৱ্ব সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক কাঙ্ক্ষিত স্থানে উপনীত করাই এ ধরনের পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

গ জনাব কামাল অর্থনৈতির ক্লাসে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেন। সময়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা: স্বল্পমেয়াদি কিছু সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অন্ন কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা যায়।

মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা: কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। যেমন, বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে প্রণীত দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা হলো মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অন্ন কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকেও মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে আবার প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও বলা হয়। সাধারণত ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে ‘দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা’ বলে।

ঘ বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত, ব্যাপক নিরক্ষরতা, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্য ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যাবলির সমাধান তথা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের প্রধান সমস্যা হলো দারিদ্র্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন পরিকল্পনার পুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন। তাই অধিকাংশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা দেশের সকল অঞ্চলের জনগণ যাতে সমভাবে ভোগ করতে পারে সেজন্য সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিকে নানা ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশের বর্তমান ভয়াবহ জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ রয়েছে। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১১ বর্তমান সরকার বৃপক্ষ ২০১০-২০২১ এর আওতায় ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ এবং সম্প্রতি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি বর্তমানে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৯২ হাজার ৫ শত কোটি টাকার ব্যায় বরাদ্দ সম্ভলিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (ADP) অন্তর্গত ১২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকার আশা করছে এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি/ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব। /সি. বি. ২০১৬/ গ্রন্থ নং ৯/

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
- খ. ‘নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না’— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সময় মেয়াদের ভিত্তিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের মনোভাবের যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয় না। কারণ, নির্দেশমূলক পরিকল্পনার আধীনে দেশের একমাত্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পূর্ব নির্ধারিত কিছু আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়।

নির্দেশমূলক পরিকল্পনায় দেশের সার্বিক উৎপাদন, ভোগ, বল্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিকল্পিত ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বলে অবাধ বাজার প্রক্রিয়ার কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

গ সূজনশীল ১০নং প্রশ্নের ‘গ’ এর উত্তর দেখো।

ঘ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাব সন্তোষজনক।

সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। সরকারের এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে।

- নতুন প্রযুক্তি, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করণ;
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

- iii. দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ;
- iv. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি সহজীকরণ;
- v. দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনের উপকরণ ও অন্তর্ভুক্তকরণ বৃদ্ধি করে আয় বৈষম্য হ্রাস করা;
- vi. সিভিল সার্ভিসকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ;
- vii. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও জৰাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

এসব উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন হলো ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ দুটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্জবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ইতোমধ্যেই সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার সফলতা অর্জন করেছে।

/নি. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৯; রাজশাহী কলেজ / প্রশ্ন নং ১১/

- ক. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কী? ১
- খ. 'সুস্থ পরিকল্পনা উন্নয়নে সহায়ক'- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত রূপকল্পটি কোন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উন্নিখিত পঞ্জবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যে সুচিত্তি কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণ করে তাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

খ সূজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে উন্নিখিত রূপকল্পটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে। বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 'ভিশন-২০২১' কে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কৌশলগত নির্দেশনা ও সামগ্রিক কর্মকৌশল প্রদান করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার এই সমগ্র নীতি কাঠামো ষষ্ঠ পঞ্জবার্ষিক ও সপ্তম পঞ্জবার্ষিক পরিকল্পনার পথনির্দেশ দান করে।

ষষ্ঠ পঞ্জবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০১০-১১ অর্থবছরের অর্থমূল্যে সর্বমোট ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ (পরিকল্পনার আকার) প্রাক্তলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রাক্তলন করা হয়েছে মোট বিনিয়োগের ২২.৮% এবং বেসরকারি খাত হতে বিনিয়োগ আসবে, যা মোট বিনিয়োগের ৭৭.২%। পরিকল্পনায় বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সংগ্রহ করা হবে ৯০.৭% এবং বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে ৯.৩%। তন্মধ্যে ০.৪ ট্রিলিয়ন টাকা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে প্রাক্তলন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্জবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য কতকগুলো মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকেই নিশ্চিত হয়। পরিকল্পনা শেষে এসব লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে 'ভিশন-২০২১' ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

ঘ সূজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'ক' দেশের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দেশের সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'ক' দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এদের মধ্যে সর্বশেষ ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনায়, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫% থেকে ১৫% এ নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ এনরোলমেন্ট নিশ্চিত করা, ICT এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজড করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। /নি. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৯/

- ক. মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
- খ. 'সুস্থমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা করে'— বুঝিয়ে দেখো। ২
- গ. 'ক' দেশে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ২০১০-২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনায় উন্নিখিত লক্ষ্যগুলো আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ও বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

খ সূজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

গ সূজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

ঘ সূজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সিরাজ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা। তার বন্ধু জাকির শিল্প মন্ত্রণালয়ে ঢাকির করেন। জাকির সিরাজকে প্রশ্ন করেন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কি করা উচিত? উত্তরে সিরাজ বলল, শুধু কৃবি নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। অর্থনৈতিক প্রতিটি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। অতঃপর তা অর্জনের জন্য এক, পাঁচ বা দীর্ঘ সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এসব পরিকল্পনা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সত্ত্ব। /নি. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৯/

ক আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ১

খ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ আলোচনা করো। ৩

ঘ তুমি কি মনে কর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যিক? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি দেশের বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলা হয়।

খ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দ্বারা জন্মহার দ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ও 'বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য জনগণের আয় বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য জনগণকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করা, যা এই জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উন্নত জীবনযাপন করায় দারিদ্র্য জনগণের মৃত্যুহার দ্রাস পাবে, যা প্রকারাত্মের জন্মহারকেও কমাবে। এতে করে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসবে।

গ উদ্দীপকের আলোকে (তথ্য সময়ের ভিত্তিতে) উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

ঘ সুস্থমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এক বছর বা দুই বছরের জন্য করা হয়, তাকে সুস্থমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, একটি আর্থিক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকেই সুস্থমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

ঘ মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এক বছরের বেশি কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য প্রণীত হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থ-সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন।

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: দীর্ঘকালীন প্রেক্ষপটে কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের জন্য প্রণীত হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

য় উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এজন্য বিভিন্ন মেয়াদে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ থাকা আবশ্যিক। নিচে বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

সাধারণত কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আবার, কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২০১০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দশ বছর মেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ সাল সময়ের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলপ্রস্তুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'রূপকল্প ২০২১' পূরণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা বিপ্লিত হবে। কাজেই, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মধ্যমমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক। আবার, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূরক।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যিক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ২০১১-২০১৫ সাল সময়সীমার ভিত্তিতে আরেকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় চালিকাশক্তি হিসেবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তি নিশ্চিতকরণ, সুপেয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ পদ্ধা সেতু নির্মাণ, ই-গভর্নেন্স চালুকরণসহ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

/ব. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১/

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১১-২০১৫ সালের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ কী? ৩
ঘ. উদ্দীপকে উন্নিখিত পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়া আর কোন কোন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

সরকারের এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চতর প্রযুক্তি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫% থেকে ১৫%-এ নামিয়ে আনা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যান্য প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. সুততা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।
২. ঝুঁপ বৈষম্য হ্রাসকরণ।
৩. ICT-এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজড করা।
৪. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৫. শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তি নিশ্চিতকরণ।

য় উদ্দীপকে উন্নিখিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াও অন্যান্য যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে বলে আমি মনে করি, সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

জ্বালানি ও অবকাঠামোগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেতে পারে। যেমন— বিদ্যুতের উৎপাদন ২০২০ সাল নাগাদ ১৫,৪৫৭ মেগাওয়াট থেকে ১৭,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা। প্রধান প্রধান শহরগুলোতে মেট্রো ট্রেন চালু করা, জ্বালানি দক্ষতা ১৫% বাড়ানো এবং বিভিন্ন সেতু ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেতে পারে। উৎপাদনশীল বনের আওতা ৫% বৃদ্ধি করা। শিল্প বর্জ্য নিঃসৃত হওয়ার পরিমাণ শূন্য নামিয়ে আনা। আইসিটি শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ। ভূমি নির্বন্ধন প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজকরণ। সর্বস্তরে ই-গভর্ন্যান্স চালু করা। উচ্চতর প্রযুক্তি অর্জন ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। কৃষি ও অ-আনুষ্ঠানিক সেবা খাতে থেকে শ্রমশক্তিকে উচ্চ উৎপাদনশীল ও শিল্প খাতে স্থানান্তরকরণ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বজলার স্যার একদিন এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্লাসে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশে এ যাৰ্থে যতগুলো পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে তাৰ মধ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এমন কথা বলা যায়।

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? ২
গ. এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য উদ্দীপকে উন্নিখিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সূচিত্বিত সিদ্ধান্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ. সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

একটি দেশে এমন কিছু প্রকল্প রয়েছে যা স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায় না। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কিছু প্রেক্ষিত থাকে। সাধারণত ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলে।

গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে দুট উচ্চ প্রযুক্তি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আয়কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঘণ্ট, ডিফারেন্সিয়াল জনগোষ্ঠীর

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সূচিত্বিত সিদ্ধান্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি আর্থিক বছরের জন্য প্রণীত হয় বলে একে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

কোনো দেশ দুট উন্নয়নের লক্ষ্যে এক বছর সময়ের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। একে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাও বলা হয়। কারণ এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণত সরকারের বার্ষিক বাজেট হিসাবের সাথে সংগতি রেখে প্রণয়ন করা হয়।

গ. বাংলাদেশ সরকার 'রূপকল্প ২০২১' নামে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিয়ন্ত্র দুষ্প্র মহিলাদের ভাতা, অসঙ্গল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রভৃতি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কৌশলসমূহ হচ্ছে:

১. দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি;
২. কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি। পরি উন্নয়ন ও পরি অবকাঠামো নির্মাণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন;
৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার ও পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির ওপর গুরুত্বারূপ করা;
৪. দরিদ্রের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। দীর্ঘমেয়াদি 'রূপকল্প-২০২১' এর মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

উদ্দীপকে উন্নিখিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার নেমেছে ২৭% এবং রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে সেই হার ১৫% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

খ প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি কৌশল ইত্যাদির দিক থেকে অন্য পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কিছুটা ভিন্নধর্মী।

প্রথমত, ২০০২ থেকে ২০০৪, ২০০৫ থেকে ২০০৭ এবং ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অন্তবৰ্তী সময়ের জন্য তিনটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (PRSP) গ্রহণ করা হয়। এ তিনটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের অভিন্ন ও প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে কার্যকর দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক আঙ্গিকে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথ সুগম করা। কিন্তু ৩য় দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১১ থেকে ২০১৪-২০১৫) শুরু হয়। সুতরাং বিগত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতার মধ্যেই নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা শেষে এবং লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে ডিশন-২০২১ ও MDG অর্জনে সহায়তা করবে।

তৃতীয়ত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য গৃহীত উন্নয়ন কৌশলেও কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এ পরিকল্পনার উন্নেখনোগ্য কয়েকটি উন্নয়ন কৌশল হলো— খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং এ প্রসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস। পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ। দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতির প্রধান লক্ষ্য ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এ উন্নয়ন কৌশল অর্থনৈতিক পরিম্পুরকে ছাড়িয়ে সামাজিক সামাজিক ক্ষেত্রগুলোকে বিবেচনায় নিয়েছে বলে মনে হয়। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিগত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গতানুগতিক কাঠামো থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য আংশিকভাবে হলেও দৃশ্যমান।

প্রশ্ন ১৭ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। 'রূপকল্প-২০২১' এবং সক্রান্ত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ এর জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাই বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে পরিচিত। পরিকল্পনার প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের ভিত্তিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নাম দিক থেকে স্বতন্ত্র।

চৰো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯।

- ক. বাংলাদেশে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত ছিল? ১
- খ. 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 'পরিকল্পনা প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর বিবরণ দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উন্নিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অন্যান্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে স্বতন্ত্র— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল— ১লা জুলাই ১৯৭৮ সাল থেকে ৩০ শে জুন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুকল দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এর ফলে দেশে উন্নয়ন সুষম হয়। অবশ্য এর জন্য সুস্থ ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যিক।

ব্যাপকভিত্তিতে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপরিকল্পিত সুচিত্তি ও বাস্তবস্ময়ত চিন্তা-ভাবনা দরকার যা কেবল একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে উন্নিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি হলো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের লক্ষ্যমাত্রাগুলো হলো—

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতা বাংলাদেশে গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল নাগাদ সরকারি ব্যয় যথাক্রমে জিডিপির ১ শতাংশ ও ১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সাল নাগাদ মাধ্যমিক স্তরে ও ২০২১ সাল নাগাদ প্রাথমিক স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত পাঁচটি কম্পিউটারসহ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সকল জেলায় ই-গভর্নেন্স চালু করা, চাকার সকল থানায় ইলেক্ট্রনিক্স পদ্ধতিতে ডিডি এবং এফআইআর পদ্ধতি চালুকরণ। দেশে টেলিফোন সুবিধা অন্তত ৭০ ভাগ বৃদ্ধি করা, সমগ্র দেশে ওয়্যারলেস বিডব্যান্ড (Wi Max) প্রবর্তন করা, বিডব্যান্ড সেবা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সম্প্রসারণ, ভূমি তথ্যাদির ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হলো এ পরিকল্পনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের লক্ষ্যমাত্রা। উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

ঘ সূজনশীল ১৬নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৮



বার্জিটক উত্তর মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১।

ক. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল কোনটি? ১

খ. নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' পরিকল্পনার সাথে 'খ' পরিকল্পনার পার্থক্য লেখ। ৩

ঘ. উভয় প্রকার পরিকল্পনাই একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল হলো ২০১১-২০১৫ সাল।

খ সূজনশীল ১১নং এর 'খ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

৫ উদ্দীপকের 'খ' দেশের পরিকল্পনা হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। অন্যদিকে 'ক' দেশের পরিকল্পনাটি হলো দীর্ঘমেয়াদি। নিচে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো—

প্রথমত, সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

বিত্তীয়ত, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও অর্থনৈতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশি।

চতুর্থত, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপকতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। যেমন— ছিবার্ধিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যাপকতা বৃহৎ। যেমন— প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলার ফেতে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, কৃষিতে কারিগরি পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ফেতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৬ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এজন্য বিভিন্ন মেয়াদে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ থাকলে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। নিচে বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

সাধারণত কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আবার, কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২০১০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দশ বছরমেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ অর্থবছর সময়ের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'রূপকল্প ২০২১' পূরণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। কাজেই, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক। আবার, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূরক।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যিক। অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় পরিকল্পনাই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ১৯ ১৯৭৩ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬টি পঞ্চবার্ষিক ও একটি ছিবার্ধিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনাগুলোর মূল লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ২০২১ সাল নাগাদ দারিদ্র্যের হার ১৫%—এ নামিয়ে আনা। (২০১০-২০১১) সালের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনাকে লক্ষ্য করে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

/ডিক্রিমেন্স নূল স্কুল এত কলেজ, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ১১।

ক. পরিকল্পনা কী?

১

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে কেন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়? ২

গ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়নসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে— তা মূল্যায়ন করো। ৪

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাস্তা কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুস্থি ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কিছু প্রেক্ষিত থাকে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়।

ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য এমন কিছু প্রকল্প এবং আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন হয় যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি সময় ও ব্যাপকতর নীতি-কৌশল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৌলিক কিছু সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। তাই এ ধরনের পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ সাধারণত ন্যূনতম দশ বছর হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের পরিকল্পনাটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উন্দেশ্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প, মেয়াদকাল ২০১১-২০১৫ সাল। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। উচ্চতর প্রযুক্তি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উন্দেশ্য। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উন্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল ঘোতে সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উন্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উন্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা, আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উন্দেশ্য।

উদ্দীপকের প্রকল্পটিতে বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরের উন্দেশ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা 'রূপকল্প ২০২১' কে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাঠারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই উন্নত উন্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আশ্রয় প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রবাণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে। এ ছাড়াও বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রত্নতি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্য ও উন্দেশ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করা যাই, ১৯৭৩ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক ও একটি ছিবার্ধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে ২৩.৫% লোক বাস করে। ২০২১ সাল নাগাদ তা ১৫% এ নামিয়ে আনা হবে।

</